যুগান্তর

9 MAY 2012

তারিখ ....
পৃষ্ঠা .... কলাম ....

ছাত্রীদের গরম খুন্তি দিয়ে ছ্যাঁকা

মাদ্রাসার অধ্যক্ষ জেমসিন আক্তার গ্রেফতার : কারাগারে

যুগান্তর রিপোর্ট

লোহার খুন্তি গরম করে মধ্যযুগীয় কায়দায় ১৪ ছাত্রীকে ছ্যাঁকা দেয়ার অভিযোগে রাজধানীর শ্যামপুর তালিমুল কোরআন মাদ্রাসার অধ্যক্ষ জেসমিন আক্তারকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। সোমবার গভীর রাতে নবাবগঞ্জ থানার ছোট বক্সনগর এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। তার স্বীকারোক্তি অনুযায়ী মাদ্রাসা থেকে ছাত্রী নির্যাতনের আলামত হিসেবে খুন্তিটি উদ্ধার করা হয়েছে। গ্রেফতারকৃত শিক্ষিকাকে শ্যামপুর কদমতলী থানা পুলিশ হেফাজতে নিয়ে ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। তার বিরুদ্ধে এক শিশুছাত্রীর অভিভাবক বাদী হয়ে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা করেছেন। পরে তাকে আদালতে হাজির করা হলে রিমান্ড ও জামিন আবেদন নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন। মঙ্গলবার ঢাকার মহানগর হাকিম আতিকুর রহমান এ আদেশ দেন। মঙ্গলবার মামলার তদন্ত কর্মকর্তা কদমতলী থানা পুলিশের উপপরিদর্শক শাহেদ মোঃ যুবায়ের আসামিকে আদালতে হাজির করেন। তাকে পুলিশি হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ৭ দিন রিমান্ড চান। বিচারক তার আদেশে উল্লেখ করেন, 'আসামি একজন মহিলা, তার সঙ্গে ৩ বছরের একটি দুগ্ধপোষ্য শিশু আছে। তদন্ত কর্মকর্তার রিমান্ড আবেদনে যথাযথ কর্তৃপক্ষের সুপারিশ নেই। সার্বিক বিবেচনায় রিমান্ডের যৌক্তিকতা না থাকায় রিমান্ড আবেদন না-মঞ্জুর করা হলো। একই সঙ্গে আসামির জামিনের আবেদনও না-মঞ্জুর করা হল।' তবে তার সঙ্গে ৩ বছরের দুগ্ধপোষ্য শিশু থাকায় শিশুটিকে মায়ের সঙ্গে থাকার অনুমতি দেয়া হয়। কদমতলী থানার ওসি শফিকুল ইসলাম জানান, ১ মে শ্যামপুর তালিমুল কোরআন মাদ্রাসা ১০ দিন বন্ধের পর খোলা হলে ওই ১৪ শিশুছাত্রী মাদ্রাসায় হাজির হয়। পরবর্তী সময়ে মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল জেসমিন আক্তার উপস্থিত ছাত্রীদের জিজ্ঞেস করেন, ছুটিকালীন অবস্থায় ছাত্রীরা সবাই নামাজ কায়েম করেছে কিনা— উত্তরে ছাত্রীরা বলে, তাদের ২-১ ওয়াক্ত নামাজ কাজা হয়েছে। প্রিন্সিপাল জেসমিন আক্তার উত্তেজিত হয়ে মাদ্রাসার ছাত্রীদের বলেন, 'আজ তোমাদের এমন শিক্ষা দেব যাতে জীবনে আর কখনও নামাজ যাতে কাজা না হয়। এ কথা বলেই তিনি মাদ্রাসার কাজের মেয়ে জান্নাতকে দিয়ে রান্নাঘর থেকে খুন্তি গরম করে উপস্থিত ১৪ শিশুর শরীরের বিভিন্ন স্থানে একে একে ছ্যাঁকা দেন। এ সময় কোমলমতি শিশুদের কান্না এবং চিৎকার ওই পাষণ্ড শিক্ষিকার মন গলাতে পারেনি। এদিকে গরম খুন্তি দিয়ে ছ্যাঁকা দেয়ায় ছাত্রীদের শরীরের বিভিন্ন অংশ ঝলসে যায়। ছুটির পর নির্যাতিত ছাত্রীরা ঘটনাটি তাদের অভিভাবকদের জানালে এলাকার লোকজন ওই প্রিন্সিপালের প্রতি ক্ষেপে ফেটে পড়ে। অবস্থা বেগতিক দেখে মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল জেসমিন আক্তার অসুস্থতার ভান করে স্বামী মাওলানা মামুনুর রহমানকে নিয়ে পালিয়ে যান। ওই ঘটনায় আহত ছাত্রী জান্নাতুল ফেরদৌস শাকির বাবা আঃ জলিল কদমতলী থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা করেন। কদমতলী থানার ওসি শফিকুল ইসলাম জানান, প্রায় এক সপ্তাহ পলাতক থাকার পর সোমবার গভীর রাতে নবাবগঞ্জের ছোট বক্সনগর এলাকায় তার এক আত্মীয়ের বাসা থেকে জেসমিন আক্তারকে গ্রেফতার করা হয়।